⑩ **স্থায়িত্ব (Durability) :** সমিতির স্থায়িত্ব অত্যন্ত আপেক্ষিক। কারণ এক্ষেত্রে পূর্বেই বলা হয়েছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই উদ্দেশ্যসাধনের পরে সমিতির অস্তিত্ব না থাকাটাই স্বাভাবিক। উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলে সমিতির অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সেই সমিতির যদি কখনও ধারাবাহিক উদ্দেশ্য থাকে সে ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

3.5 সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group)

সমিতির মতো সংঘ বা সামাজিক গোষ্ঠী সমাজ গঠনের অন্যতম মূল উপাদান। সমাজে জনসাধারণ গোষ্ঠীভিত্তিক। এই গোষ্ঠী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে-কোনো প্রকার হতে পারে। এই গোষ্ঠীগুলো সধারণত উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়ে থাকে। তবে সমিতির থেকে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকৃতি ভিন্নরূপ। সামাজিক গোষ্ঠীগুলো সমিতির মতো অত অস্থায়ী প্রকৃতির নয়। গোষ্ঠী এতটাই ক্ষুদ্র প্রকৃতির হতে পারে যে, দুজন ব্যক্তিকে নিয়েও যে-কোনো সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। যেমন পরিবারের কথা বলা যেতে পারে। পরিবার হল পৃথিবীর সবচাইতে ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী। সাধারণত স্বামী-স্ত্রী এর সদস্য এবং আজীবন এই গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় থাকে।

3.5.1 সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Social Group)

তবে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিশেষ কয়েকজন সমাজতত্ত্ববিদের সংজ্ঞাকে আলোচনা করা হল—

- সমাজতত্ত্ববিদ **ম্যাকাইভার** এবং **পেজ** (R M MacIver and C H Page) তাঁদের 'Society : An Introductory Analysis' শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় বলেছেন, "By group we mean any collection of human beings which are brought into human realtionship with one another." অর্থাৎ, তাঁদের ভাষায়, গোষ্ঠী বলতে আমরা বুঝি পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ যে-কোনো ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি।
- **জনসন** (Harry M Johnson) খুব সংক্ষেপে এবং সহজভাবে সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় বলেছেন, "A social group is a system of social interaction." অর্থাৎ, তাঁর মতে, সামাজিক গোষ্ঠী হল সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার একটি পদ্ধতি।
- **টম বটোমোর** (Tom Bottomore) প্রদত্ত সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সামাজিক গোষ্ঠী বলতে বুঝিয়েছেন, "A social group may be defined as an aggregate of individuals." তাঁর মতে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টিকেই একটি সামাজিক গোষ্ঠী বলা যেতে পারে।

3.5.2 সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Features of Social Group)

সামাজিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞাগুলিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হল নিম্নরূপ—

1. **ব্যক্তিসমষ্টি (Collection of Individuals) :** সামাজিক গোষ্ঠী বলতে ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির একত্রিত বা সম্মিলিত অবস্থাই হল সামাজিক গোষ্ঠী। ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সামাজিক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পাড়ার ক্লাব একটি সামাজিক গোষ্ঠী এবং এই গোষ্ঠীর সদস্যদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে ক্লাবের অস্তিত্ব ভাবা যায় না।

2. **সদস্যদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (Interaction among Members) :** সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া সামাজিক গোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। শুধু সদস্যবর্গের উপস্থিতি থাকলেই সামাজিক গোষ্ঠী তার সার্থকতা লাভ করে না। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গোষ্ঠী ঐক্যও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

3. **পারস্পরিক সচেতনতা (Mutual Awareness) :** সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতার ভিত্তিতেই গোষ্ঠী ঐক্য জাগ্রত হয়। সদস্যরা তাদের নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্যের ভিত্তিতেই এই সচেতনতা গড়ে তোলে। একে অপরের উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হলেই দৃঢ় সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে এবং গোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্য সফল হয়।

4. **আমরা বোধ (We Feeling) :** সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর আমরা বোধ পরিলক্ষিত হয়। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা সমষ্টিগতভাবে গোষ্ঠী উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করে তোলে। জনসম্প্রদায়ের মতো সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের সমষ্টিগত মানসিকতা এক গভীর আত্মিক বন্ধনের সৃষ্টি করে।

5. **গোষ্ঠীগত ঐক্য (Group Solidarity) :** গোষ্ঠীগত ঐক্য গোষ্ঠীর সদস্যদের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। গোষ্ঠীগত ঐক্য ব্যতিরেকে গোষ্ঠীর একতা গড়ে উঠতে পারে না। এই গোষ্ঠীগত ঐক্য গড়ে ওঠে গোষ্ঠীর সদস্যদের আবেগপ্রবণতা, আন্তঃক্রিয়া এবং সাধারণ উদ্দেশ্যসাধন করার অভিপ্রায়ে। গোষ্ঠীর সদস্যরা যেহেতু বিশেষ কোনো সাধারণ আগ্রহ, অনুভূতি বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোষ্ঠীবদ্ধ হয় সেহেতু তাদের মধ্যে গভীর ঐক্য পরিলক্ষিত হওয়াটা স্বাভাবিক।

❻ **সাধারণ উদ্দেশ্য (Common Goal) :** পূর্বেই বলা হয়েছে সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে। মূলত কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যের অভিপ্রায়ে সামাজিক গোষ্ঠীগুলো গঠিত হয়। উদ্দেশ্যহীন কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না। যেমন এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠী সাধারণ কতকগুলো উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

❼ **গোষ্ঠীগত রীতিনীতি (Group Norms) :** সামাজিক গোষ্ঠীর নিজস্ব কতকগুলো রীতিনীতি বা মূল্যবোধ রয়েছে। এই সমস্ত রীতিনীতি বা মূল্যবোধগুলো গোষ্ঠীর সদস্যদের মেনে চলাটা বাধ্যতামূলক। এমনকি কোনো-কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়মকানুনগুলো লিখিত আকারে সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হয় এবং সেই অনুযায়ী সদস্যরা গোষ্ঠীগত আচার-আচরণে অভ্যস্ত। গোষ্ঠীগত আইনকানুন বা নিয়মনীতি লঙ্ঘন করলে অনেক সময় সদস্যবর্গকে ভর্ৎসনা করা হয়, এমনকি তার শাস্তিরও বিধান রয়েছে।

❽ **গোষ্ঠীর আকার বা আয়তন (Size of the Group) :** সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন আকারের হতে পরে। এর জন্য সামাজিক গোষ্ঠীর আয়তনগত বৈচিত্র্য রয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুজন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও একটি সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যেমন পরিবার একটি সামাজিক গোষ্ঠী যা স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ দুজন সদস্যের উপস্থিতিতে গড়ে ওঠে। আবার বৃহত্তম রাজনৈতিক দল যার সদস্যসংখ্যা কোটি কোটি হতে পারে।

❾ **গোষ্ঠীর পরিবর্তনশীলতা (Variability of Group) :** সামাজিক গোষ্ঠীগুলো সর্বদা পরিবর্তনশীল, স্থিতিশীল নয়। কারণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাঠামো চিরকাল একই রকম থাকে না। তাই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং জনগণের পরিবর্তিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর চেহারাচরিত্রের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। একদিকে যেমন পুরোনো কিছু সামাজিক গোষ্ঠী তাদের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে তেমনি আবার সমাজে নিত্যনতুন বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে চলেছে।

❿ **সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক (Store House of Culture) :** সামাজিক গোষ্ঠীগুলো সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজে বসবাসকারী যে-কোনো ব্যক্তিবর্গ সংস্কৃতির প্রলক্ষণগুলি অর্জন করে, প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করে। সমাজে বসবাসকারী যে-কোনো ব্যক্তির সার্বিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া গোষ্ঠীজীবনে সম্পন্ন হয়। সুতরাং ব্যক্তির

সামাজিকীকরণ তথা সংস্কৃতির আদানপ্রদান এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতির ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করে। তাই গোষ্ঠীজীবন ব্যতিরেকে মানবসংস্কৃতির বিকাশ এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

3.5.3 সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Social Group)

মানবসমাজে সামাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মানদণ্ড, যেমন—গোষ্ঠীগত প্রকৃতি, সদস্যদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, সাংগঠনিক প্রকৃতি, স্থায়িত্ব এবং আকার-আয়তনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক গোষ্ঠীকে শ্রেণিবিভাগ করে আলোচনা করেছেন। আমরা এগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করতে পারি—

① প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী (Primary Group and Secondary Group)

② অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠী (In-Group and Out-Group)

③ বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী এবং অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal Group and Informal Group)

④ উল্লম্ব গোষ্ঠী এবং সমতল গোষ্ঠী (Vertical Group and Horizontal Group)

⑤ ঐচ্ছিক গোষ্ঠী এবং অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Voluntary Group and Involuntary Group)

⑥ যুগল গোষ্ঠী এবং ত্রয়ী গোষ্ঠী (Dyad Group and Triad Group)

⑦ স্থায়ী গোষ্ঠী এবং অস্থায়ী গোষ্ঠী (Permanent Group and Transitory Group)

⑧ নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group)

সামাজিক গোষ্ঠীর উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—

❶ প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী (Primary Group and Secondary Group) : সাধারণত সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর সামাজিক গোষ্ঠীর এই ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। গোষ্ঠীর সদস্যদের সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী সামাজিক গোষ্ঠী হল মূলত দুই প্রকার—প্রথামিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী। সমাজতত্ত্ববিদ কুলি (C H Cooley) সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠীর দুই ধরনের শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন।

Ⓐ প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

Ⓑ গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

এই দুটি গোষ্ঠীকে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

A প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group)

প্রাথমিক গোষ্ঠী হল সেই ধরনের গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এই জন্য এই প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মুখোমুখি গোষ্ঠীও (Face-to-Face) বলা হয়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীতে সাধারণত ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য পায়। উদাহরণস্বরূপ পরিবার এবং খেলার দল প্রভৃতি প্রাথমিক গোষ্ঠীর কথা বলা যায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Primary Group) : বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ প্রাথমিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সংজ্ঞার আলোচনা করা হল—

- মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ **কুলি** (C H Cooley) সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Social Organization' নামক গ্রন্থে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় বলেছেন, "By primary groups I mean these characterized by intimate face-to-face association and cooperation. They are primary in several senses, but chiefly in that they are fundamental in forming the social nature and ideals of the individual." অর্থাৎ, প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা ব্যক্ত করার সময় তিনি কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। যেমন গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি সম্পর্ক এবং পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা।
- অন্যদিকে **জিসবার্ট** (Pascual Gisbert) প্রাথমিক গোষ্ঠীর ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রায় অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি প্রাথমিক গোষ্ঠী বলতে বুঝিয়েছেন, "The primary or face-to-face group is based on direct personal contact, in which the members deal immediately with one another." অর্থাৎ, তাঁর মতে, যে গোষ্ঠীগুলো প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই গোষ্ঠীগুলোকেই মূলত প্রাথমিক গোষ্ঠী বা মুখোমুখি গোষ্ঠী বলা হয়।

যাই হোক, প্রাথমিক গোষ্ঠী হল মানুষের এক অন্তরঙ্গ সংগঠন। এই সংগঠনটি অল্প সংখ্যক মানুষকে নিয়ে গঠিত যেখানে সদস্যবর্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Features of Primary Group) : প্রাথমিক গোষ্ঠীর কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হল—

1. **ক্ষুদ্রায়তন (Small Size) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তন প্রকৃতির। দুজন সদস্যকে নিয়ে একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। যেমন, শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবার প্রাথমিক গোষ্ঠীর উদাহরণ।

2. **শারীরিক নৈকট্য (Physical Closeness) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় এর সদস্যদের মধ্যে শারীরিক নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়। এই গোষ্ঠীর সদসরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে ও জানে। ব্যক্তিগত সান্নিধ্য এবং অন্তরঙ্গতা এই গোষ্ঠী গঠনের অন্যতম উপাদান।

3. **মুখোমুখি সম্পর্ক (Face-to-Face Relationship) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীকে মুখোমুখি গোষ্ঠী বলা হয়। কারণ গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই গোষ্ঠী গড়ে তোলে। প্রাথমিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলায় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়।

4. **অবিধিবদ্ধ সামাজিক সম্পর্ক (Informal Social Relationship) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অবিধিবদ্ধ সামাজিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। কৃত্রিমতা বর্জিত সামাজিক সম্পর্কই প্রাথমিক গোষ্ঠীর মূল ভিত্তিপ্রস্তর।

5. **স্থায়িত্ব (Stability) :** প্রাথমিক গোষ্ঠী যেহেতু অভিন্ন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সেহেতু এটি স্থায়ী প্রকৃতির। তা ছাড়াও সদস্যদের গভীর অন্তরঙ্গতা এবং ঐক্যের অনুভূতি প্রাথমিক গোষ্ঠীর স্থায়িত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

6. **অভিন্ন উদ্দেশ্য (Common Objectives) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাথমিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অভিন্ন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এই কারণেই এই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে না বললেই চলে। অভিন্ন কোনো সাধারণ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সদস্যরা একত্রিত হয়ে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে তোলে।

7. **ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal Relationship) :** পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি সম্পর্ক বা পরিচয় রয়েছে। একারণেই প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে ও জানে এবং গভীর আন্তরিকতায় আবদ্ধ হয়।

❽ **স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক (Spontaneous Relationship) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অবিধিবদ্ধ এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক থাকে না। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোষ্ঠীতে যোগদানের ফলে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বা কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয় না। এককথায় এখানে কোনো ধরনের চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কের স্থান নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বা বন্ধুত্বেরসম্পর্ক খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে।

❾ **সহানুভূতিশীল আচরণ (Sympathetic Behaviour) :** গভীর সহানুভূতিমূলক আচরণ প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে গভীর সহানুভূতির সম্পর্ক বা আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শিশুর প্রতি মায়ের আচরণ অথবা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণ, পাড়ার বন্ধুগোষ্ঠীর আচরণ এবং নিকট আত্মীয়ের আচরণ অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন।

❿ **অভিন্ন পটভূমি (Similarity of Background) :** অভিন্ন সামাজিক পটভূমি প্রাথমিক গোষ্ঠীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সাধারণত একটি অভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে প্রতিনিধিত্ব করে। সদস্যদের পারস্পরিক সাধারণ অভিজ্ঞতা, বোঝাপড়া এবং সর্বোপরি অভিন্ন উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠীতে একত্রিত হওয়ায় কোনো ধরনের বৈপরীত্য এখানে স্থান পায় না। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সার্বিকভাবে একই ধরনের সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, চিন্তাভাবনা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে অভিন্ন প্রকৃতি ও সমাজের অঙ্গীভূত।

প্রাথমিক গোষ্ঠীর গুরুত্ব (Importance of Primary Group) : প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি মানবসমাজে যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকে তা এককথায় উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মূলত মানবশিশুর জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে আজীবন এই ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। যাই হোক, প্রাথমিক গেষ্ঠীগুলি মানবসমাজে কী কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল—

❶ **সামাজিকীকরণ (Socialization) :** শিশুর সামাজিকীকরণে প্রথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল। শিশু জন্মের পরে পরিবারের মধ্যে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে তার বন্ধুগোষ্ঠী, খেলাধুলার সঙ্গীসাথী এবং বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো তার সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সমাজ প্রচলিত আচার-আচরণ সাধারণত শিশু এই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো থেকেই অর্জন করে। প্রাথমিকভাবে তার সামাজিকীকরণের এই জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ

করে। প্রাথমিক গোষ্ঠীর ভূমিকা ব্যতিরেকে কোনো মানবশিশুরই সুস্থসবল স্বাভাবিক মানুষে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়।

❷ **ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন (Development of Personality) :** সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানবশিশু ধীরে ধীরে সমাজ-সংস্কৃতির উপাদানগুলো রপ্ত করে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। যে-কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রথম স্ফূরণ ঘটে প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে। জীবনের শুরুতেই প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থেকে সামাজিক আচার-আচরণ, আদবকায়দা, মূল্যবোধ এবং ন্যায়নীতির ধারণা আয়ত্ত করে পরবর্তীকালে বহির্জগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠা করে। প্রাথমিকভাবে শিশুর যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ প্রশস্ত হয় তাহলে সে পরবর্তীকালে যে-কোনো জটিল সমাজে অনায়াসে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। তবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো শুধু শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়। যে-কোনো ব্যক্তিমানুষের পক্ষে প্রাথমিক গোষ্ঠী ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক।

❸ **মানসিক চাহিদার পরিতৃপ্তি (Satisfaction of Psychological Needs) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো মানুষের ক্ষেত্রে একমাত্র নিরাপদ স্থান বলে বিবেচিত। আধুনিক যুগে মানবসমাজে বহুবিধ সামাজিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্যা জর্জরিত পরিবেশে মানুষ অনেক সময়ই একাকিত্ব অনুভব করে। এই অবস্থায় প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলোই তার একমাত্র ভরসাস্থল। শরীর এবং মনের দিক থেকে মানুষ ক্লান্ত ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে একমাত্র প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে আন্তরিক এবং প্রত্যক্ষ আলাপচারিতার মাধ্যমে মানুষ তার অসহায়তাকে কাটিয়ে উঠতে পরে। মানুষের নিঃসঙ্গতা এবং অসহায়তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠী অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে।

❹ **সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম (Agents of Social Control) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো কোনো ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তাপ্রদান এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে শুধু সহায়ক ভূমিকা পলন করে তা নয়। মানবশিশু থেকে শুরু করে একজন সাধারণ মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। সমাজ অনুমোদিত আচার-আচরণগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাথমিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ করে। "আমি অমুক পরিবারের সন্তান"—এই পরিচয় যে-কোনো মানবশিশু বা ব্যক্তির পক্ষে কোনো নিন্দনীয় বা অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী এবং

সমবয়স্কদের খেলার গোষ্ঠী কড়া অনুশাসনে তার সদস্যবর্গদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

5. **প্রত্যক্ষ সহযোগিতা (Direct Co-operation) :** যে-কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন অসুবিধা বা অভাব-অনটনে প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো একটি একক হিসেবে তার দায়িত্ব সম্পাদন করে। একজন সদস্যের অসুবিধাকে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যবর্গরা সমানভাবে ভাগ করে নেয়। বিভিন্ন ঝক্কি-ঝামেলাকে একযোগে প্রতিরোধ করার অভিজ্ঞতা আমাদের কারো অজানা নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতায় এটা প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, যে-কোনো সদস্যবর্গই তার অভাব-অভিযোগ সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠীতেই পেশ করে।

6. **সমাজের কেন্দ্রীয় অংশ (Nuclear Position of Society) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো মানবসমাজ গঠনের কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে কাজ করে। প্রাথমিক গোষ্ঠী ব্যতীত বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কথা বা সমাজ কাঠামোর কথা ভাবাই যায় না। মানবসমাজে বহু ও বিভিন্ন প্রাথমিক গোষ্ঠী রয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো সার্বিক বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গঠনের মূল ভিত্তিপ্রস্তর। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একটি বৃহত্তর শিক্ষা পরিকাঠামোর কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে ছাত্র সমাজ, শিক্ষক সমাজ, শিক্ষাকর্মী সমাজ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের কথা বলা যেতে পারে। সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর সমাজ কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে অণু-পরমাণুর মতো একক হিসেবে কাজ করে।

7. **সুকুমার বৃত্তির বিকাশ (Instilling Good Sense) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা থাকার ফলে তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া এবং স্নেহ-ভালোবাসার মতো বিভিন্ন সুকুমার বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধন হয়। এই সমস্ত সুকুমার বৃত্তিসমূহ ব্যক্তিকে সর্বদাই উৎসাহিত এবং উদ্দীপ্ত করে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের পথকে মসৃণ করে। এই কারণেই ভগ্ন পরিবারের সন্তানসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন বলে প্রতিপন্ন হয়।

8. **ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান (Encouraging to a Person) :** প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলো যে-কোনো ব্যক্তিবর্গের মূল ভরসাস্থল। যে-কোনো মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। কিন্তু সেই সমস্ত লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যবর্গই তার মূল অনুপ্রেরণা। কোনো বৃহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে সে কখনোই একা নয়—এই ধরনের চেতনা তাকে সবসময় উজ্জীবিত করে তোলে। মূলত প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই বৃহত্তর জগতে সফলতা অর্জন করতে পারে না।

B গৌণ গোষ্ঠী (Secondary Group)

গৌণ গোষ্ঠী বলতে বোঝায় সেই গোষ্ঠীগুলোকে যে গোষ্ঠীগুলো সাধারণত বৃহদাকার বিশিষ্ট এবং বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য গঠিত হয়। এই ধরনের গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত নয় এবং তাদের মধ্যে কোনো মুখোমুখি বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না বললেই চলে। অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে, প্রাথমিক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত গোষ্ঠীগুলোই গৌণ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।

গৌণ গোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Definition of Secondary Group) : বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ গৌণ গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। এগুলো হল—

- **অগবার্ন** এবং **নিমকফ** (Ogburn & Nimkoff) প্রাথমিক গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, "The groups which provide experience lacking in intimacy can be called secondary groups." অর্থাৎ, তাঁদের মতে, অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অভাবযুক্ত গোষ্ঠীগুলোকেই গৌণ গোষ্ঠী বলা যেতে পারে।
- **কিংসলে ডেভিস** (Kingsley Davis) গৌণ গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, "Secondary can be roughly defined as the opposite of everything already said about primary groups." অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে যা বলা হয় মোটামুটিভাবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলোকেই গৌণ গোষ্ঠী বলা যেতে পারে।

গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য (Features of Secondary Group) : গৌণ গোষ্ঠীর বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তবে সমাজতত্ত্ববিদদের প্রদেয় বিভিন্ন সংজ্ঞাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলিই গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত। এগুলো নিম্নরূপ—

1. **বৃহদাকার (Large Size) :** গৌণ গোষ্ঠীগুলো আয়তনে অত্যন্ত বৃহদাকার। সাধারণত এর সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ায় এর আয়তনও বড়ো। সমস্ত দুনিয়া জুড়ে এর সদস্যসংখ্যা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। এর উদাহরণ হিসেবে জাতিসংঘ (United nations) বা রেডক্রস সোসাইটির এবং যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কথা বলা যেতে পারে।
2. **অনুপস্থিত মুখোমুখি সম্পর্ক (Absence of Face-to-Face Relations) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনো মুখোমুখি সম্পর্ক থাকে না। থাকলেও তা অত্যন্ত নগণ্য। কারণ এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে সাধনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে। তাই বিশেষ প্রয়োজনে সদস্যরা মিলিত

হয়ে গোষ্ঠীর কার্যাবলি সম্পন্ন করে। তাই স্বাভাবিক করণেই সদস্যদের মধ্যে কোনো মুখোমুখি সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে না।

3. **স্বেচ্ছাধীন সদস্যপদ (Voluntary Membership) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যপদ সাধারণত স্বেচ্ছাধীন, কখনোই বাধ্যতামূলক নয়। কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে আবার পরিত্যাগও করতে পারে। যেমন, রেডক্রস সোসাইটি বা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

4. **ভূমিকা নির্ভর মর্যাদা (Role Based Status) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের পদমর্যাদা জন্মগত বা ব্যক্তিগত নয়। এখানে উপস্থিত বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তির পদমর্যাদা নির্ভর করে তাদের ভূমিকার ওপর। যেমন এক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক দলের সভাপতি তার দল পরিচালনায় কী ভূমিকা পালন করছেন তার ওপর নির্ভর করে তার মর্যাদা।

5. **উদ্দেশ্যভিত্তিক (Goal Oriented) :** গৌণ গোষ্ঠীগুলি উদ্দেশ্যভিত্তিক হয়ে থাকে। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে এই ধরনের গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যগণ সাধারণত মিলিত হয়। এখানে উদ্দেশ্যই মুখ্য, সদস্যদের সামাজিক সম্পর্ক গৌণ।

6. **চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক (Contract Relationship) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় চুক্তির ভিত্তিতে। চুক্তির শর্তাদি উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসেবে কাজ করে। এই কারণে গৌণ গোষ্ঠীর সম্পর্ক অনেকটা কৃত্রিম এবং যান্ত্রিক প্রকৃতির। চুক্তির নিয়মে পরিচালিত হয় কোনো গোষ্ঠীর কাজকর্ম। তাই এখানে আবেগ, অনুরাগ নেই বললেই চলে।

7. **বিধিবদ্ধ সম্পর্ক (Formal Relationship) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিধিবদ্ধ। এখানে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। বিভিন্ন পদমর্যাদা অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখানে বয়স বা ব্যক্তির গুণাবলির থেকে পদমর্যাদাই বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

8. **বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন (Formal Rules) :** গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিধিবদ্ধ সম্পর্ক পরিচালনার পিছনে রয়েছে বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আচার-আচরণ সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই কারণে গৌণ গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়মকানুন বা সাংবিধানিক রীতিনীতি রয়েছে।

এই ধরনের নিয়নকানুন বা রীতিনীতি প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হয়। এখানে কোনো সদস্যই তার অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে না। এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে গৌণ গোষ্ঠী তা সংবিধানগতভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

9 **গোষ্ঠী কাঠামো (Group Structure) :** গৌণ গোষ্ঠী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। পূর্বেই বলা হয়েছে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো বৃহৎ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বলে অসংখ্য পদাধিকারী বিভিন্ন পদমর্যাদাসহ বিভিন্ন দপ্তর রয়েছে। এই সমস্ত দপ্তরগুলো সাধারণত ভিন্ন ভিন্নভাবে গৌণ গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যাবলিকে সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ এবং অছি পরিষদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

10 **তুলনামূলক অস্থিতিশীল (Relatively Instable) :** গৌণ গোষ্ঠীগুলি প্রাথমিক গোষ্ঠীর থেকে তুলনামূলকভাবে কম স্থায়ী। এক্ষেত্রে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো সাধারণত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্যে সংঘটিত হয়। তাই এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর অস্তিত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয়। তবে সাধারণত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গোষ্ঠীর কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখে অথবা ভিন্নরূপে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলো প্রতিভাত হতে দেখা যায়।

প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য (Difference Between Primary Group and Secondary Group) : প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠীর গঠন, আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্নরূপ। কাজেই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই সমস্ত পার্থক্যগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

পার্থক্যের প্রকৃতি	প্রাথমিক গোষ্ঠী	গৌণ গোষ্ঠী
i. আকৃতিগত পার্থক্য	আকার-আয়তনগত বিচারে প্রাথমিক গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রকৃতির। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পরিবার, পাড়ার ক্লাব।	অপরদিকে আকার-আয়তনগত বিচারে গৌণ গোষ্ঠী অত্যন্ত বৃহদাকার বিশিষ্ট। এর উদাহরণ হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এবং যে-কোনো রাজনৈতিক দলের কথা বলা যেতে পারে।

পার্থক্যের প্রকৃতি	প্রাথমিক গোষ্ঠী	গৌণ গোষ্ঠী
ii. সম্পর্কের প্রকৃতিগত পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে মুখোমুখি এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।	অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় তা বিধিবদ্ধ। এদের মধ্যে কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে না।
iii. সহযোগিতার ভিত্তিতে পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।	অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে যে ধরনের সহযোগিতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তা পরোক্ষ।
iv. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে না।	কিন্তু গৌণ গোষ্ঠী গঠনের মূলে রয়েছে কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সাধন করা।
v. স্থায়িত্বের ভিত্তিতে পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী।	কিন্তু অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী।
vi. কাঠামোগত পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে সেরকম কোনো কাঠামো পরিলক্ষিত হয় না। কাঠামোগত বিচারে এটি অত্যন্ত সহজ এবং সরল।	কিন্তু গৌণ গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং নিয়মাবলি রয়েছে। কাঠামোগত বিচারে এটি অত্যন্ত জটিল।
vii. নিয়মকানুনের ভিত্তিতে পার্থক্য	সাধারণত অবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন প্রণালী দ্বারা প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়।	কিন্তু অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীর সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় বিধিবদ্ধ শাসন প্রণালী দ্বারা।
viii. আইনের ভিত্তিতে পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণত কোনো লিখিত আইন থাকে না।	কিন্তু অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীর পরিচালনার ক্ষেত্রে লিখিত নিয়মকানুন ও আইনের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
ix. অঞ্চলগত পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলোর প্রাধান্য সাধারণত চিরাচরিত সমাজ বা গ্রামাঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়।	অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীগুলোর প্রাধান্য সাধারণত শহরাঞ্চলে বা শিল্পাঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

পার্থক্যের প্রকৃতি	প্রাথমিক গোষ্ঠী	গৌণ গোষ্ঠী
২. কর্তৃত্বের ভিত্তিতে পার্থক্য	প্রাথমিক গোষ্ঠী পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো কর্তৃপক্ষের বা মর্যাদাধিকারী ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না।	কিন্তু অপরদিকে গৌণ গোষ্ঠীর পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ কর্তৃপক্ষ এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন পদমর্যাদার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

❷ **অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠী (In-Group and Out-Group) :** সমাজতত্ত্ববিদ সামনার (W G Sumner) সামাজিক গোষ্ঠীগুলোকে সর্বপ্রথম এই দুটি ভাগে অর্থাৎ, অন্তর্গোষ্ঠী ও বহির্গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে কোনো গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া এবং গোষ্ঠীর প্রতি সদস্যের মনোভাবগত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠীর কথা বলা হয়।

- **অন্তর্গোষ্ঠী (In-Group) :** অন্তর্গোষ্ঠী বলতে সেই ধরনের গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়, যে গোষ্ঠীর আমরা সদস্য এবং যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের অত্যন্ত সহানুভূতির সম্পর্ক বর্তমান থাকে। অর্থাৎ যে গোষ্ঠীর প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তাকেই অন্তর্গোষ্ঠী বলা হয়। এর উদাহরণ হিসেবে নিজেদের পরিবার, পাড়ার বন্ধুদের ক্লাব এবং নিজের বিদ্যালয় বা কলেজের কথা বলা যেতে পারে।
- **বহির্গোষ্ঠী (Out-Group) :** বহির্গোষ্ঠী হল অন্তর্গোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত। বহির্গোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যে গোষ্ঠীর সদস্যপদ আমরা এখনও গ্রহণ করিনি অথবা যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের বিরুদ্ধতার মনোভাব রয়েছে। আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, যাদের প্রতি আমাদের মনোভাব এখনও 'ওরা', 'তোমরা' অথবা 'অন্যান্যরা' ইত্যাদি পরিভাষায় এদেরকে পৃথক করা হয়। এককথায় বলা যেতে পারে যে গোষ্ঠীর আমরা সদস্য নই সেই গোষ্ঠীগুলোকেই বহির্গোষ্ঠী বলে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যেমন দুটো ভিন্ন মতাদর্শযুক্ত রাজনৈতিক দল একে অপরের বহির্গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। ভারতীয় ক্রিকেট টিম পাকিস্তান ক্রিকেট টিমের কাছে বহির্গোষ্ঠী। আবার যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ছাত্র সেই কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে অন্তর্গোষ্ঠী। অন্যদিক যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ছাত্র নই তা আমার কাছে বহির্গোষ্ঠী।

❸ **বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী এবং অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal Group and Informal Group) :** গোষ্ঠীর আচার-আচরণ এবং নিয়মকানুনের কঠোরতার ওপর ভিত্তি

করে সামাজিক গোষ্ঠীকে আবার দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই দুটি ভাগ হল—

- **বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Formal Group) :** বিধিবদ্ধ গোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যে সমস্ত গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে এবং গোষ্ঠীর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য বিশেষ নিয়মনীতি বা বিধিবিধান, আইনকানুন প্রচলিত রয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে মন্ত্রিসভার কথা বলা যেতে পারে। আবার কলেজের ক্লাসরুম বিধিবদ্ধ গোষ্ঠীর উদাহরণ।
- **অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী (Informal Group) :** অবিধিবদ্ধ গোষ্ঠী বলতে বোঝায়, যে সমস্ত গোষ্ঠীর কোনো সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক পরিকাঠামো থাকে না এবং যেখানে সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে। অর্থাৎ এই ধরনের গোষ্ঠীতে সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোনো কঠোর নিয়মনীতির প্রচলন থাকে না বললেই চলে। এর উদাহরণ হিসেবে কলেজের সাধারণ কমন রুমের কথা বলা যেতে পারে।

4. **উল্লম্ব গোষ্ঠী এবং সমতল গোষ্ঠী (Vertical Group and Horizontal Group) :** কোনো-কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের পদমর্যাদার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। তাই সদস্যদের পদমর্যাদার সমতা ও বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীকে উক্ত দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়।
   - **উল্লম্ব গোষ্ঠী (Vertical Group) :** উল্লম্ব গোষ্ঠী বলতে বোঝায় সেই গোষ্ঠীকে যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনো পদমর্যাদা অনুসারে ক্রমোচ্চে শ্রেণিবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এখানে উপস্থিত সদস্যরা সামাজিক পদমর্যাদার ভিত্তিতে উঁচু-নিচু পর্যায়ে বিভক্ত। এর উদাহরণস্বরূপ সংসদীয় মন্ত্রিসভা এবং কলেজের পরিচালন সমিতির কথা বলা যেতে পারে।
   - **সমতল গোষ্ঠী (Horizontal Group) :** এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে কোনো ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় না। এখানে পদমর্যাদার ভিত্তিতে সমস্ত সদস্যই সমান। এই ধরনের গোষ্ঠীতে বিভিন্নতা অনুপস্থিত। সদস্যদের সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এই গোষ্ঠীকে সমতল গোষ্ঠী বলা হয়। এর উদাহরণ হিসেবে খেলার মাঠে উপস্থিত দর্শকদের কথা বলা যেতে পারে। আবার কলেজের ক্লাস রুম এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

5. **ঐচ্ছিক গোষ্ঠী এবং অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Voluntary Group and Involuntary Group) :** গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ বা বর্জন কোনো সদস্যের ইচ্ছাধীন কিনা তার ওপর নির্ভর করে সামাজিক গোষ্ঠীর এই ধরনের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। অর্থাৎ এই ধরনের গোষ্ঠীতে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে।

- **ঐচ্ছিক গোষ্ঠী (Voluntary Group) :** যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠীর সদস্যপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে আবার পরিত্যাগও করতে পারে তখন তাকে ঐচ্ছিক গোষ্ঠী বলে। গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি এখানে ব্যক্তির তার নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যেমন এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ এবং ক্লাবের সদস্যপদ গ্রহণ। এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া বা ক্লাবের সদস্য হওয়া সম্পূর্ণ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন।
- **অনৈচ্ছিক গোষ্ঠী (Involuntary Group) :** আবার অন্যদিকে অনৈচ্ছিক গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এই ধরনের গোষ্ঠীতে ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে কোনো-না-কোনো গোষ্ঠীর সদস্য হতেই হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে পরিবার এবং কোনো জাতিগোষ্ঠী বা বর্ণগোষ্ঠী অথবা ধর্মগোষ্ঠীর কথা বলা যেতে পারে।

6 **যুগল গোষ্ঠী এবং ত্রয়ী গোষ্ঠী (Dyad Group and Triad Group) :** জার্মান দার্শনিক **জর্জ সিমেল** (George Simmel) সামাজিক গোষ্ঠীর এই ধরনের শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন। সাধারণত গোষ্ঠীর আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে।

- **যুগল গোষ্ঠী (Dyad Group) :** সাধারণত দুজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকে যুগল গোষ্ঠী বলা হয়। এর উদাহরণ হিসেবে স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে গড়ে ওঠা দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবারের কথা বলা যেতে পারে।
- **ত্রয়ী গোষ্ঠী (Triad Group) :** ত্রয়ী গোষ্ঠী বলতে সাধারণত তিনজন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা গোষ্ঠীকে বোঝায়। এই ত্রয়ী গোষ্ঠীতে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তিনজনের অধিক ব্যক্তিকে নিয়ে এই ধরনের গোষ্ঠী গঠিত হতে পারে।

7 **স্থায়ী গোষ্ঠী এবং অস্থায়ী গোষ্ঠী (Permanent Group and Transitory Group) :** গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গোষ্ঠীকে এই দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। নামকরণের ভিত্তিতে এই দুই ধরনের গোষ্ঠী সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি পাওয়া যায়। অধ্যাপক **জিসবার্ট** গোষ্ঠী সংগঠনের দৃঢ়তার ভিত্তিতে এই দুই ধরনের গোষ্ঠী শ্রেণিবিভাগের কথা বলেছেন।

- **স্থায়ী গোষ্ঠী (Permanent Group) :** স্থায়ী গোষ্ঠী বলতে বোঝায় যে ধরনের গোষ্ঠী দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। স্থায়ী গোষ্ঠীর সংগঠন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্থায়ী গোষ্ঠীর উদাহরণ হিসেবে পরিবার এবং জাতি গোষ্ঠী বা ধর্ম গোষ্ঠীর কথা বলা যেতে পারে।

● **অস্থায়ী গোষ্ঠী (Transitory Group) :** অস্থায়ী গোষ্ঠী বলতে বোঝায় এ ধরনের গোষ্ঠীগুলো সীমিত সময়ের জন্য গড়ে ওঠে। চরিত্রগতভাবে এ ধরনের গোষ্ঠীগুলো হঠাৎ বা আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে, আবার মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোনো বিশেষ উপলক্ষে পথচারীদের ভিড় (Crowd) এবং শ্রোতৃমণ্ডলী (Audience) ইত্যাদি।

● **নির্দেশক গোষ্ঠী (Reference Group) :** কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি অন্য থেকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদবকায়দা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক গুণাবলি অনুকরণ করে উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে নির্দেশক গোষ্ঠী বলে। নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণাটি মূলত দুটি ভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে কম মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠী তার থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোষ্ঠীর মর্যাদাতে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং যে গোষ্ঠীকে সাধারণত অনুকরণ করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় সেই গোষ্ঠীকেই নির্দেশক গোষ্ঠী বলে।

সমাজতত্ত্বে নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেন সমাজতত্ত্ববিদ **হেম্যান** (Hayman)। তিনি নির্দেশক গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনার সময় সামাজিক মানমর্যাদা এবং মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, সমাজের বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ, আদবকায়দা, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক লক্ষণাবলি অন্যদের কাছে আদর্শ হিসেবে গৃহীত হওয়ার সৃষ্টি হয় নির্দেশক গোষ্ঠীর।

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, অনেক প্রকৃতি-পূজারি আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের আদর্শ ও আচার-আচরণ অনুকরণ করে হিন্দু ধর্মান্তরিত হওয়ার এই গোষ্ঠী হিন্দুধর্ম নির্দেশক গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। ছাড়া বর্ণবিভক্ত ভারতীয় সমাজে নিম্নবর্ণের অনেক জাতিগোষ্ঠী উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ধর্মসংস্কৃতিকে অনুকরণ করে উক্ত ব্রাহ্মণ বর্ণসংস্কৃতির সমকক্ষ বলে দাবি করে এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য বর্ণ নির্দেশক গোষ্ঠীর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

3.6 সামাজিক মর্যাদা (Social Status)

সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির একটি বা একাধিক বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। এই পরিচিতি সমাজে ব্যক্তিবর্গের অবস্থান। সমাজে কোনো ব্যক্তির এই বিশেষ সামাজিক পরিচিতি বা সামাজিক অবস্থানকেই সামাজিক মর্যাদা (Social Status) নামে অভিহিত করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর কোনো ব্যক্তির এই সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়। এই মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা (Role) থাকে। অর্থাৎ মর্যা